ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 912-922
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.306

বেগম রোকেয়া: নারীশিক্ষা, সমাজসংস্কার ও সংগ্রামের ইতিহাস

নওয়াজ শরিফ, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article discusses in detail Begum Rokeya Sakhawat Hossain's contribution to the spread of Muslim women's education and various aspects of her life of struggle. She realized that lack of education was the main cause of women's degradation, degradation and social backwardness. Therefore, she dedicated herself to the movement to spread women's education with the aim of awakening self-awareness, self-esteem and sense of rights in the female community. The 'Sakhawat Memorial Girls' School' he founded emerged as an important educational institution for Muslim girls in Kolkata, which included subjects such as Bengali, English, Urdu, home management, and health care, in addition to religious education.

The article also highlights that Begum Rokeya had to struggle against various social obstacles, prejudices, conservative mindsets, and religious bigotry in the path of expanding women's education. Although some sections of society viewed his initiative negatively, he moved forward with determination and courage. Despite the school's financial crisis, lack of qualified teachers, and social obstacles, she sustained the institution through his personal finances and tireless work and gradually took it forward on the path of progress. Special importance has also been given to her philosophy of education, where she did not only want to produce women with degrees,

Therefore, it can be said that Begum Rokeya's relentless efforts, sacrifice and foresight opened a new horizon in the expansion of women's education in the Muslim society of Bengal. Her contribution is established as a unique and memorable chapter in the history of women's awakening.

Keywords: Women's education, women's awakening, social reform, veiling, social change

দূরদৃষ্টিসম্পূর্ণ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন অচিরে উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষার অভাব নারীজাতির অবনতি ও অধঃপতনের মূল কারণ। তিনি অনুধাবন করেন শিক্ষাই নারী মনের সচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত ঘটাবে। ফলে নারী জাতি সমাজে নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং নারী তার কর্তব্যকর্মে এগিয়ে যাবে। তাই মুসলিম নারী জাতির অগ্রগতির জন্য শিক্ষা বিস্তার করার আন্দোলনে ব্রতী হয়ে উঠেন। নারী শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। এটিকে ধরা হয় কলকাতার বুকে প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়। যেখানে উর্দু শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য (ইংরেজি, বাংলা) ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো।[১] বেগম রোকেয়ার মতে,

> "শিক্ষার' অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের 'অন্ধ অনুকরণ' নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করায় শিক্ষা। ঐ গুনের সৎ ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার দোষ।"[২]

শিক্ষা প্রসঙ্গে আরও মন্তব্য করেন- ঈশ্বর আমাদের হস্ত, পদ, মন, শিক্ষাচিন্তা দিয়েছেন। যদি আমরা অনুশীলনের দ্বারা হস্তপদ সবল করি এবং হস্তের মাধ্যমে সৎ কাজ করি, চক্ষুর দ্বারা মনযোগ সহকারে দর্শন করি, কর্ণের দ্বারা মনযোগ পূর্বক শ্রবন করি এবং চিন্তা শক্তির দ্বারা আরো সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করতে শিখি তাহাই প্রকৃতি শিক্ষা।[৩]

মুসলিম নারীদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন যাতে তারা উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিনী, সুমাতা হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়ার মন্তব্য নিম্নরূপ-

> "Our girls should not only obtain university degrees, but must be ideal daughter, wife and mother or one may say obtain daughters loving sister dutiful wife and instructive."[৪]

এই আদর্শকে কার্যকারী করার জন্য বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতিও সেই রকম করেন। স্কুলে কোরান পাঠ থেকে শুরু করে ইংরেজি, পার্সি, উর্দু, হোম নার্সিং, ফাস্ট এড, রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি বিষয়ে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হতো।[৫] বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত স্কুল সম্বন্ধে 'The Mussalman' পত্রিকায় বলা হয়েছে-

> "Aim of the school preparation for future citizenship & Motherhood through an all-round physical, mental & normal training."[৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতীয় উপমহাদেশে মহিলাদের কোনো স্কুল স্থাপিত হয়নি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে 'ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটি'তে ১৮১৯ সালে একটি স্কুল স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে স্ত্রীশিক্ষা, পুস্তক প্রকাশ, স্কুল খুলতে আরম্ভ করে।[৭] কিন্তু বিশেষ করে হিন্দু সমাজের উচ্চ বর্ণের নারীদের জন্য। কিন্তু অতি দুঃখজনক ব্যাপার এবং এই কথাটা সত্য যে তা হল, বাঙালি মুসলিম সমাজে তখন স্ত্রীশিক্ষা প্রজোনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়নি। সামাজিক কুপ্রথা, কুরীতিনীতি, কুসংস্কার, অবরোধ প্রথা ছিন্ন করে মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এগিয়ে আসেন বেগম রোকেয়া এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন তা আমি আগেই বলেছি।

সমকালীন বাংলার পত্র পত্রিকায় প্রতিফলিত বাঙালি মুসলিম জনমত থেকে অনুমেয়। বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই বাংলার মুসলিম সমাজ ক্রমশ স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রজোনীয়তা উপলব্ধি করেন।[৮] বেগম রোকেয়া কর্তৃক বাঙালি মুসলিম নারীশিক্ষা বিস্তার আন্দোলনের পূর্ব হতে বাঙালি মুসলিম সমাজের অতিপ্রয়োজনীয় নারী শিক্ষা প্রচেষ্টা চলছিল। কিন্তু তা সীমিত পর্যায়ে থেকে যায় এবং ব্যাপক রূপ নিতে ব্যর্থ হয়। বেগম রোকেয়াই দেশ ব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করতে সামর্থ্য হয়। এবং নিজ সমাজে স্ত্রী শিক্ষার জন্য শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীদের স্কুল প্রতিষ্ঠিতা এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়া প্রথম উদ্যক্তা নয় এই কথা সত্য, তবে তার সবচেয়ে বড় কৃতত্ব হল এই যে, শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে যে নারী মুক্তি ও নারী প্রগতি চেয়েছিলেন সেই মানসিক মুক্তি বা প্রগতির প্রবাহ তার প্রচেষ্টাতে এবং ক্রমশ তার ব্যাপকতায় প্রকাশ পায়।

মুসলিম নারীদের শিক্ষাদান কল্পে প্রতিষ্ঠিত হল 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। কিন্তু স্কুল স্থাপনের অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলের উপর অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা নেমে এল। স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট ১০ হাজার টাকা প্রথমে একটি বেসরকারি ব্যাংক এ রাখা হয়েছিল। কিন্তু বারমা ব্যাংক ফেল করার পর উক্ত ১০ হাজার টাকা নষ্ট হয়ে যায়। ব্যাংক ফেল হবার পর সহ কর্মীরা হতাশায় ভেঙে পড়ে। সেই সময়কার সেক্রেটারি জনাব সৈয়দ আহাম্মদ আলি, বেগম রোকেয়াকে বলেন,

> "পরাজয় অবশেষে আসিল। কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিত বিপদের মধ্যে দিয়া আসিল, এটাই দুঃখের।"[৯]

কিন্তু বেগম রোকেয়া এই পরাজয় মেনে নেননি। স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট টাকা ছাড়াও রোকেয়ার ব্যাক্তিগত তহবিল থেকে প্রায় ৩০ হাজার টাকা স্কুলের জন্য দান করেন। পরিচালিকা হিসাবে তাঁর–একটি নির্দিষ্ট মাসহারা ছিল। সে মাসহারা কোন দিন নেননি।[১০] তার অসীম স্বার্থত্যাগের জন্য 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস' স্কুল টিকে ছিল, তা নাহলে সূচনা লগ্নে তার বিনাশ হয়ে যেত।

বেগম রোকেয়া স্কুলের কাজ শুরু করে দিলেন। কিন্তু স্কুলের নিয়ম-কানুন, বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান ছিলনা তবুও তিনি নিরুৎসাহ হয়ে যান নি। কঠিন পণ ও উৎসাহ নিয়ে নিজ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বেগম রোকেয়া নিজের সময় ও উদ্যম শক্তি নিবেদিত করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার ইংরেজি, বাঙালি, খৃস্টান, নেপালি প্রভৃতি অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন। ক্রমে জ্ঞানপিপাসু বেগম রোকেয়া মিসেস পি. কে. রায় প্রভৃতি শিক্ষাবিদদের সংস্পর্শে আসার ফলে কলকাতার বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয় গুলিতে আসা যাওয়া শুরু করলেন। এইসময় দিনের পর দিন অন্যান্য ছাত্রীদের মতো প্রতিদিন স্কুল আসা যাওয়া শুরু করলেন এবং স্কুল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা সঞ্চার করলেন।[১১] স্কুলের প্রতি বছর বার্ষিক রিপোর্টে মুসলিম মহিলার শিক্ষায়াত্রী উপযুক্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থার জন্য আবেদন করা হয়েছে। ১৯১৯ সালের শেষ ভাগে একটি মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করেন।[১২]

বাংলা, ইংরেজি, উর্দু প্রভৃতি বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান বিচারে তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ে উচ্চ ডিগ্রীধারীর চেয়েও অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী নন বলে, বিদ্যালয়ের অনেক কাজে তিনি বাধা পেতেন। তিনি অনেক সময় অভিমানী সুরে বলেছেন,

> "আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-মারা নই। গাধার খাটুনি আমি খাটি! আধুনিককালে উপাধিধারনীদের দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ স্কুলের ভালোমন্দ বিচার করেন।" [১৩]

মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেগম রোকেয়া স্কুলের কাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু কুসংস্কার আচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ তার এ শুভ কাজকে বিন্যস্ত করার উদ্দেশ্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র শুরু করে। ধনী শরিফ সম্প্রদায় ও কাঠ মোল্লারা এই ব্যাপারে তার সম্বন্ধে বাজে কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তাঁর নামে এমন অপবাদ দেওয়া হয়েছিল যে,

> "যুবতি বিধবা স্কুল স্থাপন করিয়া নিজের রুপ-যৌবনের বিজ্ঞাপন করিতেছে।"[১৪]

তীব্র ভাষায় তিনি এর জবাব দিয়েছিলেন,

> "যে সকল মোল্লারা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয় তারা হল ছদ্মবেশী শয়তান।"[১৫]

স্কুলের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে জীবনের শেষকাল পর্যন্ত বেগম রোকেয়া স্কুল পরিচালনার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং সেই কাজের তীব্র অপমান, গঞ্জনা প্রভৃতি সহ্য করেছেন। তার প্রতি সমালোচনার কথা আলোচনা করতে গিয়ে ১৯২৯ সালে তিনি বলেছিলেন,

> "আঠারো বছর ধরিয়া গরিব স্কুলটির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কেবল সংগ্রাম করতে হয়েছে। দেশের বড়ো লোক – যাদের নামুচ্চারন করিতে রসনা গৌরব বোধ করে, তাহারও প্রাণ পনে শত্রুতা সাধন করিয়াছে।স্কুলের বিরুদ্ধে কতো দিকে কত প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাহা একমাত্র আল্লাহ জানেন। আর কিছু কিছু দিন সেবিকাও সময় সময় শুনিতে পাই। একমাত্র ধর্ম আমাদেরকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। স্কুলটি এত বঞ্চনা, এত সিকা বৃষ্টি এত অত্যাচার সহ্য করেও টিকিয়া আছে তাহাই যথেষ্ট।"[১৬]

স্কুলের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বেগম রোকেয়া সমস্ত বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে অবিচলিত ভাবে এগিয়ে চলিতেছেন। স্কুলের কাজে হাত দিয়ে কখনও নিরুৎসাহিত হয়ে যায়নি। কারণ সত্য প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক, সাধারনের গৃহত হোক বা প্রচলিত মতের বিরোধী হোক সত্যকে বুঝব ও সত্যকে গ্রহন করিব। সত্যকে গ্রহন করে চুপ থাকেনি, তিনি সত্যকে প্রচার করেছেন- দেশের প্রতিটি হতভাগা নারীকে তাঁর মূলমন্ত্রে টেনে নেওয়া ছিল তাঁর আদর্শ। জীবনের শেষ পর্যন্ত কোন প্রকার বাধা বিপত্তি তাঁর আদর্শ থেকে নিজেকে বিচ্যুত করেন নি।[১৭]

স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কলকাতার সকল মুসলিম বাড়িতে যেতেন, মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করিতেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিতেন যে, প্রত্যেক মেয়ের শিক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিবেন। পড়ার জন্য কোন খরচ দিতে হবেনা ও যাতায়াত এর জন্যও কোন খরচ দিতে হবেনা, এই রূপ সুবিধা প্রদানের মধ্যে দিয়ে তিনি ছাত্রী সংগ্রহ করেছেন।[১৮] এই প্রসঙ্গে সামসুন নাহার বলেন,

> "যিনি লেখা পড়া শিখিয়েছেন তিনি মনে করিয়াছেন- 'আমি বেগম রোকেয়াকে ধন্য করিলাম'। আর নানা ছল-ছুতায়, স্কুলের কতৃপক্ষের পান হাতে চুন খসিবার অপরাধে মেয়েদের পড়া বন্ধ করে দিয়েছে – তিনি মনে করেছেন বেগম রোকেয়াকে বড় শাস্তি দিলাম।"[১৯]

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর আদর্শ বালিকা বিদ্যলয় রূপে গঠন করাই ছিল রোকেয়ার মূল লক্ষ্য। স্কুলের ছাত্রীদের তিনি আপন সন্তানের মতো দেখতেন এবং পড়াশুনা ব্যাতিত অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনা ব্যায়ে ঔষুধ দেবার জন্য পুরুষ ডাক্তার নিযুক্ত করেন। আপত্তি উঠিল- 'মিসেস হোসেন মেয়েদের পর্দা নষ্ট না করিয়া' ছাড়িল না।[২০]

অবশেষে তিনি মিসেস কহেন নামে এক মহিলা ডাক্তার নিযুক্ত করেন। তাকে নিযুক্ত করার পর আর এক সমস্যার সম্মুখীন হলেন। মিস কহেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের' ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে, কোনো ছাত্রীকে উপযুক্ত ডাক্তার দেখাবার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সুপারিশ অনুসারে বেগম রোকেয়া তাদের অভিভাবকে চিঠি লিখেন ডাক্তার দেখাবার জন্য।

বেগম রোকেয়া কোন সময় পর্দা পছন্দ করতেন না। তবুও স্কুলের স্বার্থের তিনি কঠোর অবরোধের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> "পর্দা মানে অবরোধ নয় আমি যে অনিচ্ছাকৃতভাবে অবরোধবাসিনী হয়েছি তাঁর কারণ অনেক। আমার স্কুলটা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল। একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনিচ্ছায় নিয়ম-কানুন মানিয়াছি ও পালন করিয়াছি। আমি বাড়ি বাড়ি ক্যানভাস করে স্কুলের জন্য ছাত্রী আনতে যায়, কিন্তু অভিভাবকরা আগেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন পর্দা পালন করা? এতটুকু ছোটো মেয়ের বেলাও এই প্রশ্ন! এই এখন বুঝুন আমি কি পরিস্থিত মধ্যে দিয়ে স্কুল চালাচ্ছি, আর ব্যক্তিগত ভাবে অবস্থাটাই বা কি রূপ? স্কুলের জন্য সব অত্যাচার ও অবিচার মেনে চলেছি।"[২১]

স্কুলের কাজে সবচেয়ে বেশি সহায়ক ছিল The Mussalman পত্রিকা।স্কুলের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে পত্রিকাটি বিভিন্ন সমায়ে উন্নতি-অবনতি, অভাব-অনটন, বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে স্কুলের কাজে রোকেয়াকে সাহায্য করেছিল। স্কুলের স্বার্থে জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ও সরকার এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি সম্পাদকীয় কলমে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। এই পত্রিকাটির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তিনি বলেন,

> "It gratifying to note how 'The Mussalman' was able to secure such agood friend for our poor school."[২২]

স্কুলের উন্নতির দিকে তাকিয়ে সুদীর্ঘকাল তিনি অনেক অত্যাচার- অনাচার নীরবে সহ্য করেছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে সমাজের কষাঘাতের তিক্ততাই বিষিয়ে তুলে, তাঁর নিম্নে বক্তব্য থেকে সহজে অনুমেয়,

> "এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নাই, তবে এই স্কুলের কেন উন্নতি চাই?- চাই, নিজের সুখ্যাতি বাড়ানোর জন্য নয়, চাই স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্য নয়, চাই বাঙালি মুসলিম নারীদের কল্যানের জন্য। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' শব্দ দুটি জন্য যদি স্কুলের অকল্যান হয়, তবে সাইন বোর্ড থেকেও ঐ শব্দ দুটি মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুসলিম সমাজ টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার কোন ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। কারণ আমার কোন বংশধর নাই যে তাদের ভাবী অবস্থা দেখে আশঙ্কিত হতে হবে কিংবা তাদের অবস্থা দেখে আমি দুশ্চিন্তা ভুগবো। সুতরাং আপানারা বুঝতে পারছেন যে, এই স্কুলটি নিয়ে আমার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। যাদের বংশধর আছে তাদের ভবিষ্যৎ আছে, তারা যদি সমাজটা রক্ষা করতে চান, তবে মাতৃস্থানীয় এই বালিকা বিদ্যালয়টিকে আদর্শ বিদ্যালয় রূপে গঠিত করো।"[২৩]

তবে প্রথম জীবনে সংগ্রামের ইতিহাসের মুষ্টিমেয় মাহানুভাব ব্যক্তির আসা ও উৎসাহের অভয় বানী নিঃসন্দেহে বেগম রোকেয়ার মহান উদ্দেশ্যে, সাধারন শক্তি-সাহস ও ত্যাগ-সাধনার পথে প্রেরণা জাগিয়ে ছিল। ১৯১৬ সালে ১৬ই সেপ্টেম্বর দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু২৪ বেগম রোকেয়ার মহৎ সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন। বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচীকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি একখানি পত্র লিখেন,

> "আজ একাত্ম ভাবে রোগশয্যায় শুইয়া এই চিঠিখানা আপনাকে লিখিলাম। কয়েক বৎসর হইতে দেখছি, আপনি কি দুঃসাহসের কাজ করে চলেছেন। মুসলিম বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপনি যে কাজ হাতে নিয়েছেন এবং তাঁর সাফাল্যের জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী যে ত্যাগ সাধনা করে আসছেন, তা বাস্তবিক বিস্ময়কর। আপনার প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য চিঠিটা লিখলাম।"[২৪]

"গত বছর আমি যখন কলকাতা গিয়েছিলম, তখন আপনার স্কুল তো আপনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগের সন্ধানে ছিলাম। কিন্তু আমার পিতার শেষ কাজের ব্যস্ততায় মানসিক অশান্তিয় ছিলাম, এই জন্য সুযোগ করতে পারলাম না।

আজ সাময়িক পত্রে (Indian Ladies Magazine) আপনার স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট পড়ছিলাম। আপনার এই ভগ্নি দূর হতে বারবার আপনার আদর্শকে ও আপনার কর্মময় জীবনকে কি রূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখে তাহাকে, তা জানবার জন্যই চিঠি। মুসলিম নারীদের জন্য আপনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, বিধাতা করুক আপনার জয়যুক্ত হোক। আহা! দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে আপনার স্কুলের মতো এই শ্রেণীর স্কুল কি

দারুণ প্রয়োজন। এই সকল স্কুল চালনায় শুধু কি সরকারি সাহায্য দরকার? দেশের উন্নতির জন্য যে সব শিক্ষিত হৃদয়ে নারীর জন্য প্রাণ কাঁদে, তাদের সাধনা ও যত্নের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি। যখনই আমার ভাগ্নি, কি হিন্দু কি মুসলিম, এইরূপ দেশ সেবার কাজে অগ্রসর হন, তখনি গৌরবে আমার বুক ফুলে উঠে। আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন।"[২৫]

ভারতের এক প্রান্তে থেকে অন্য প্রান্তে,- মুম্বাই হতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ভূখণ্ড হতে কিঞ্চিত এক একটি মহাপ্রান মানুসে দানের হস্ত একাত্ম অপ্রত্যাশিত ভাবে বেগম রোকেয়াকে সাহায্য দানের জন্য প্রসারিত হয়েছে।[২৬] সুদূর রেঙ্গুন থেকেও অর্থের সাহায্য পেয়েছেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। একবার এক নববিবাহিতা তরুণ তরুণী তাদের বিয়ের সমস্ত যৌতুক স্কুলের কাজে দান করে দেন।[২৭]

বেগম রোকেয়ার আন্তরিক সাহায্য ও প্রচেষ্টার ফলে অনেক বাধা বিপত্তি দিয়ে অল্পদিনের মধ্যে স্কুলটি উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিশেষতঃ ছাত্রীদের যাতায়াতের গাড়ির অভাব উল্লেখযোগ্য উন্নতিতে বাধা প্রাপ্ত হয়। অবশেষ কিছু কিছু অনুদান পাওয়া গেল। ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য প্রথম অনুদান করে একটি ঘোড়া, এক জৈনিক ব্যাবসায়ী এই অনুদান করেছিল। সরকার থেকে এই বাবদ মাত্র ২৫ টাকা সাহায্য পাওয়া যায়। এর ফলে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে লাগে।

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, স্কুলের যাবতীয় কাজ করে ছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতিও তাকে খেয়াল রাখতে হতো। ১৯১৫ সালে ৮ই সেপ্টেম্বার বেগম রোকেয়া তাঁর চাচাতো বোন(বেগম মারিয়ম রাশীদকে) কে লিখেছিলেন,

> ".....। চিঠি না লিখবার এক মাত্র কারণ সময়ের অভাব। বুঝতে পার এখন খোদার ফজলে ৫টি ক্লাস, ৭০টি ছোটো–বড় মেয়ে, দুখানা গাড়ি, দুখানা ঘোড়া, কোচম্যান ইত্যাদি সব দিকে আমাকে দৃষ্টি রাখতে হয়। রোজ সকাল বেলায় সইসেরা ঠিক মতো ঘোড়া মলে কিনা তাও আমাকে দেখতে হয়। ভাগ্নিরে! এই যে হাড় ভাঙ্গা গাধার খাটুনি- ইহার বিনিময় কি জানিস? বিনিময় হচ্ছে 'ভাড় লিপকে হাত কালা' অর্থাৎ উনুন লেপন করিলে উনুন তো বেশ পরিস্কার হয়, কিন্তু যে লেপন করে তাহার হাত কালিতে কালো হয়ে যায়। আমার হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পরিবর্তে সমাজ আমার ভুলভ্রান্তি ধরতে বদ্ধপরিকর ।"[২৮]

ছাত্রীদের স্কুলে যাবার সুবিধার জন্য ১৯১৫ এর শুরুতে মোটর বাসের ব্যবস্থা করা হয় এবং সে বছরে জুন মাসে আর একটি বাসেরও বন্দোবস্ত করা হয়। বাসের পশ্চাৎ দ্বারে উপর সামান্য একটু জাল এবং সম্মুখে এর উপরে একটু জাল ছিল। এই তিন ইঞ্চি চাওড়া ও দের ফুট লম্বা জাল না থাকলে এটিকে সম্পূর্ণ 'এয়ার টাইট' বলা যেত। স্কুলের এক জৈনিক শিক্ষার্থী বাস দেখে বলেছিলেন

> "মোটর ভয়ানক অন্ধকার.... না বাবা! আমি কখনও মরতে যাবনা।"[২৯]

পর্দা রক্ষার জন্য ছাত্রীর অভিভাবকদের অনুরোধেই এই ব্যাবস্থা করতে হয়েছিল। কারণ তারা অন্যথায় মেয়ে স্কুলে পাঠাতে নারাজ ছিল।

স্কুলের মোটর বাস দেখে রোকেয়ার বন্ধু মিসেস মুখার্জি মন্তব্য করে বলেছিলেন যে,-

> "আপনাদের মোটর বাস তো খুব সুন্দর হয়েছে। প্রথমে রাস্তায় বাস দেখে মনে করেছিলাম যে একটি বড় আলমারি যাচ্ছে কি না – চারিদিকে একেবারে বন্ধ – তাই দেখে বড় আলমারি বলে ভ্রম হয়েছিল। আমার ভাইপো এসে বলে "ও পিসীমা! দেখো, সে Moving Black Hole (চলন্ত অন্ধকুপ) যাচ্ছে"। তাই তো তার ভিতরে মেয়েরা বসে কি করে?"[৩০]

প্রথম দিকে গাড়িতে মেয়েরা প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে যায়। কেহ কেহ বমি করে। আর ছোটো মেয়েরা অন্ধকারের ভয় পেয়ে চিৎকার করতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে বেগম রোকেয়াকে এই ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে হয়। দ্বিতীয় দিন ছাত্রী আনার জন্য মোটর পাঠাবার সময় মোটের দ্বারে খড় খড়ি কাটা নামিয়ে দিয়ে একটি রঙিন কাপরের পর্দা ঝুলিয়ে দেয়। তথাপি ছাত্রীরা স্কুলে আসিলে দেখা যায় দু-তিন জন অসুস্থ হয়ে পড়েছে দুই চার জন বমি করছে এবং কয়েক জনের মাথা ধরেছে ইত্যাদি। ছুটির সময় ছাত্রীদের বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় খড় খাটি নামিয়ে একটি পর্দা দেওয়া হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় আরও নানা সমালোচনা। এই ব্যাপারে উর্দু পত্রিকাগুলি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে,-

> "মিসেস আর. এস. হোসেন পর্দা উঠাবার জন্য কতো কি না করল। মুসলিম নারীদের পাশ্চাতের নারীদের মতো করায় ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এই রকম কাজ আমরা মানব না।"[৩১]

ছাত্রীদের অভিভাবকরাও বেগম রোকেয়াকে অপমান করতে সঙ্কোচবোধ করেনি। তৃতীয় দিন সন্ধার পর চারখানা ঠিকানা সহিত ডাকের চিঠি পাইলাম। ইংরেজি লেখক স্বাক্ষর করিয়াছেন,-"Brother-in-islam", বাকি তিন খানা উর্দু ছিল, দুই খানা বেনামি আর চতুর্থ খানায় পাঁচ জনের সাক্ষর ছিল। সকল পত্রের বিষয় ছিল একক সকলেই দায় করিয়া আমাদের স্কুলের কল্যাণ কামনায় লিখেছিলেন যে মোটরের দুই পাশে যে পর্দা দেয়া আছে তা বাতাসে উড়িয়া বেপর্দা করে। যদি আগামীকাল পর্যন্ত কোন ভালো ব্যাবস্থা না করা যায়, তবে তাহারা ততধিক দায় করে " আসরের জাদীদ" প্রভৃতি উর্দু দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রচনা করিবে এবং দেখিয়া লইবে এই রকম বে পর্দা গাড়ীতে কি করে মেয়ে আসে।[৩২]

তবুও বেগম রোকেয়া ধীরে ধীরে স্থির ভাবে নিজ গন্তগ্য পথে এগিয়ে যেতে থাকেন। ধীরে ধীরে ছাত্রী বৃদ্ধি হতে থাকে। যানবাহন সমস্যা, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, এমন কি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাব নানাবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও রোকেয়ার ঐকান্তিক সাধনা, পরিশ্রম ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে এক বছরের মধ্যে উন্নতি লাভ করে। ১৯১৭ সালে ১৫ই মার্চ স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান স্কুলের উন্নতি লক্ষ্য করে প্রেসিডেন্সি এবং বর্ধমান অঞ্চলের স্কুল প্রদর্শিকা মিস এস. বোস তাঁর ভাষণে বলেন।

> "…..it (sakhawat memorial girl's school) was started in a very small house at waliullaah lane with only 8 girls on the roll. When I first visited it, it could hardly be called a school, but now I am glad to notice the gradual development and rapid progress it had made in the course of only six years."[৩৩]

শুরুতে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন ছিল। তবে সেই সময় বাংলা বিষয়ের একটি ক্লাস চালু ছিল।[৩৪] বেগম রোকেয়ার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি স্কুলে বাংলা বিভাগ চালু করতে পারছিলেন না বাংলা পুস্তকের অভাব, বাংলার শিক্ষাথীর অভাব এবং সর্বপরি ছাত্রীর অভাব এর প্রধান কারণ। কলকাতার পর্দাশীল বাঙালি মুসলিমরা বিনা টাকাতেও মেয়েদের পড়ানোর পক্ষপাতি ছিল না। তবুও বেগম রোকেয়া স্কুলে বাঙালি ভাষা চালু করার জন্য অদ্যম প্রচেষ্টা করে গেছেন। ১৯১৭ সালে অল্প ছাত্রী নিয়ে বাংলা বিভাগ চালু হল। সেই সময় উর্দু এর পাশাপাশি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে বাংলা ক্লাস করত। এই কারনে বাংলাকে ভালো ভাবে শিক্ষা দেবার জন্য একজন ভালো শিক্ষিকার সন্ধান করছিল, যদিও সে সময় একজন নিযুক্ত ছিল। ধীরে ধীরে মুসলিম নারীদের মধ্যে বাংলা শিক্ষার প্রজোনীয়তা দেখা দিল এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা বোধ জাগ্রত হল। জনগণের তরফ থেকেও সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে বাংলা শিক্ষা জন্য অনুরোধ করা হল এবং তা পরবর্তী কালে সফল হল।

বিদ্যা শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের মেয়েদের পারদর্শীকতা লক্ষ করা যায়। আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' এর ছাত্রীদের পরোপকার প্রবৃতিকে বিকাশিত করার জন্য "মহাযুদ্ধ সাহায্য তহবিল," "পূর্ব- বাংলা- বার্তা- দুর্গ সাহায্য তহবিল" এ সবে সাহায্য করতে তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈনিকদের জন্য ও লেডি কারমাইকেলের যুদ্ধ তহবিলে মেয়েরা সেলাইএর কাজ করে দিয়েছেন।[৩৫]

স্কুল নিজে অর্থে প্রতিষ্ঠা করলেও তিনি সাধারন শিক্ষার্থীর মতই স্কুলের নিয়ম কানুন বিধি ব্যবস্থা মেনে চলতেন। তার চাচাতো বোন মেরিকে লিখা চিঠি লেখা অংশ বিশেষ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

> "...আমি, আল্লাহ চাহে এবার তোমার সঙ্গে নিশ্চয় বোম্বে যাইব। কিন্তু বোন! তুমি যদি এ মাসে আরম্ভে যদি চাও তবে পারিবনা। কারণ আমার স্কুল জুন মাসে বন্ধ হইবে। তুমি যদি ১৫ বা ১৫ এর পরে যাও তবে আমার যাওয়া হইবে আমাকে বিধি মতো দরখাস্ত করিতে হইবে।"[৩৬]

এখান থেকে বোঝা যায় যে, স্কুলের সর্বময় কর্তা হয়েও নিয়ম কানুন না আইনের বাইরে কখনও যাইনি, নিজের সুবিধা ও আত্মীয়তার মায়াও তাকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। তিনি স্কুলটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য কঠোর ত্যাগ শিকার করেন। এই সম্পর্কে ১৯৩২ সালে ১৪ই জানুয়ারি The Mussalman পত্রিকাই বলা হয়েছে–

> "It is due to the self-sacrificing on the part of mrs. Hossain to the cause of the school that it has gradually been raised from the status of a primary school to that of high school and that it has had a useful carer of twenty-one long years."[৩৭]

নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে স্কুলটি একটি আদর্শ স্কুলে উন্নতি লাভ করে এই সম্পর্কে সমসাময়িক পত্রিকায় The Mussalam মন্তব্য করেন-

> "The school has survived twenty-one years of hard work, difficulties, struggles, endurance and patience with slow but sure success."[৩৮]

মুসলিম বালিকাদের শিক্ষা দানে স্কুলটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই সম্পর্কে ৮ এ মার্চ ১৯৩২ সালে The Mussalam পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় কলমে বলা হয়ঃ

> "The school is doing most beautiful work for the Muslim community."[৩৯]

বেগম রোকেয়া তার জীবনের দুই দশকেরও বেশি সময় কাল বাঙালি মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য উৎসর্গ করে ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা অর্জন নিপীড়িতা অত্যাচারিত নারী সমাজের এক মাত্র পথ। তার কঠোর প্রচেষ্টা বাধা সৃষ্টি করে ছিল অজ্ঞ মোল্লা সম্প্রদায় ও রক্ষণশীল ব্যক্তিরা। এই প্রসঙ্গে অবরোধ বাসিনী গ্রন্থে নিবেদনে তিনি লিখেছিলেন-

> ".....জীবনের ২৫ বছর ধরিয়া সমাজ সেবা করিয়া কঠোর মোল্লাদের অভিসম্পদ কুরাইতেছি।"[৪০]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম শতকের শেষ দিকে বেগম রোকেয়া মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারের ব্রতী হন এবং আমৃত্যু বিরতিহীন ভাবে নারী শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তার এই কঠোর সাধনার ফল তার জীবদ্দাসায় দেখা গিয়েছিল। সেই সময় কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক জন মহিলা গ্রাজুয়েট করেছিলেন এবং মিসস ফজিলাতুন্নেসা নামে এক মহিলা, সরকারী বৃত্তি লাভ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড গমন করেছিলেন। ১৯২৮

সালে লিখিত তার এক প্রবন্ধে মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারে বিরামহীন প্রচেষ্টার সফলতার নির্দশনের কথা নিজেই পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

> "এখন মুসলিম সমাজ বুঝেছেন স্ত্রীশিক্ষা ব্যাতিত এই অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নেই। তাই তাহারা আর শুধু ভাতৃ সমাজ লয়িয়াই ব্যাস্ত নই। চারিদিকে দিকে স্ত্রী শিক্ষার আলোচনা হচ্ছে ও জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন হচ্ছে।"[৪১]

তথ্যসূত্র:

১. রহমান, এম. আবদুর। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বিরাঙ্গনা। (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৮৭), পৃ. ৪২।

২. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। স্ত্রীজাতির অবনতির। মতিচূর, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৮-২৯।

৩. তদেব, পৃ, ২৯।

৪. Hossain, R.S. 'Educational Ideals for the modern Indian girls. The Mussalman. Vol.XXV. T.W.Edition Vol.VII, March 5, 1931. No.26, p. 7.

৫. এম. ফাতেমা খানম, সপ্তর্ষ, সেলিনা চৌধিরি কর্তৃক প্রকাশিত (ঢাকা, ১৯৬৪) পৃ.১।

৬. The Mussalman, Vol, XXVI, T.W. Edition. Vol.VII, june 11, 1932. no. 66, p. 3.

৭. বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ১৮০০-১৮৫৬ (কলকাতা, ১৩৫৭), পৃ. ৩।

৮. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সমসাময়িক পত্রিকা ১৮৩১-১৯৩০, ভূমিকা, পৃ. ৩৭।

৯. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭, পৃ. ৪১

১০. মাহমুদ, মোশফেকা। পাত্রে রোকেয়া পরিচয়। পৃ. ৪।

১১. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭, পৃ. ৪৩, ৪৪।

১২. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭, পৃ. ৪১।

১৩. তদেব,পৃ. ৪৪।

১৪. তদেব, পৃ.৫৩।

১৫. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। রোকেয়া-রচনাবলী। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩. পৃ. ৫৩৯

১৬. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭. পৃ. ৫৩, ৫৪।

১৭. তদেব, পৃ. ৯৬।

১৮. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। রোকেয়া-রচনাবলী। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ পৃ. ৫৩৯

১৯. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭, পৃ. ৫৮।

২০. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। রোকেয়া-রচনাবলী। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ পৃ। ২৯১।

২১. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। রোকেয়া-রচনাবলী। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ পৃ. ৫৩৬

২২. The Mussalman, Vol, XXIII, April 26, 1929, No.16, p. 10

২৩. মিসেস আর. এস. হোসেন, 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম', মাসিক স্পোহাম্মদী, ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ. ৬০৯। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'- ম্যানেজিং

কমিটির এক অধিবেশনে (৮ মার্চ ১৯৩১) বেগম রোকেয়ার বক্তব্য সেক্রেটারি সাহেব কর্তৃক পাঠিত হয়। এবং পরবর্তীতে 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' শিরোনামে বক্তব্যটি প্রবন্ধাকারে মাসিক স্পোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২৪. সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) ছিলেন একাধারে কবি, রাজনীতিক ও বাগ্মী। তাঁর আদি নিবাস ব্রাহ্মগাঁ, ঢাকা। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীন হন। পরবর্তীতে তিনি ইংল্যান্ডের কিংস কলেজ ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গাট্রন কলেজে পড়াশুনা করেন। অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনা করতেন। ইংরেজ কবিতা রচনার জন্য তিনি 'প্রাচ্যের নাইটিঙ্গেল' নামে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি উত্তরপ্রদেশে রাজ্যপাল হন দ্রষ্টব্য, সংসদ বাঙালী চরিতাবিধান, পৃ. ৫৪৯।

২৫. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা: বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭ পৃ. ৫-৬।

২৬. তদেব, পৃ. ৪৮।

২৭. তদেব, পৃ. ৫০ ।

২৮. মাহমুদ, মোশফেকা। রোকেয়ার-জীবনী। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৫৮। পৃ. ৫

২৯. হোসেন, মিসেস আর. এস.। 'অবরোধ-বাসিনী', মাসিক স্পোহাম্মদী, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৭, পৃ.৮৩২ ।

৩০. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। রোকেয়া-রচনাবলী। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩. পৃ ৫১১।

৩১. মাহমুদ, শামসুন নাহার। রোকেয়া জীবনী। কলকাতা: বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭। পৃ. ৪৪।

৩২. 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। 'অবরোধ-বাসিনী', মাসিক মোহাম্মদী, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৭, পৃ. ৮৩৩।

৩৩. দ্য মুসলমান (The Mussalman), বর্ষ ১১, সংখ্যা ১৭, ২৩ মার্চ ১৯১৭, পৃ. ৫।

৩৪. দ্য মুসলমান (The Mussalman), বর্ষ ১১, সংখ্যা ১৭, ২৩ মার্চ ১৯১৭, পৃ. ৫।

৩৫. মাহমুদ, মোশফেকা। রোকেয়ার-জীবনী। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৫৮। পৃ. ৪৮।

৩৬. . তদেব, পৃ. ৮ ।

৩৭. দ্য মুসলমান (The Mussalman), টি. ডব্লিউ. এডিশন, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৬, ১৪ জানুয়ারি ১৯৩২, পৃ. ৪।

৩৮. দ্য মুসলমান (The Mussalman), টি. ডব্লিউ. এডিশন, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩১, ১৭ মার্চ ১৯৩২, পৃ. ২।

৩৯. দ্য মুসলমান (The Mussalman), টি. ডব্লিউ. এডিশন, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ২৭, ৮ মার্চ ১৯৩২, পৃ. ৬।

৪০. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। 'অবরোধ-বাসিনী', মাসিক মোহাম্মদী, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৭, পৃ. পৃ. ৪৭১।

৪১. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া। রোকেয়া-রচনাবলী। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩. পৃ. ১৬০-২৬১।

সহায়ক গ্রন্থ:

English Books:

1. Ahmed, Rafiuddi. The Bengal Musslims 1871-1906: A Quest Identity. Delhi: Oxford University press, 1981.

2. Gopal, Ram. Indian Muslims: A Political History 1858-1947. Bomby: Asia Publishing House, 1959.
3. Gupta, Atul Chandra(ed.). Studies in the Bengal Renaissance. Jadavpur: National council of Education, 1958
4. Usha, Chakraborty. Condition Of Bengali Women Around The 2nd half of the 19th Century. Calcutta: Published by the author, 1963.

বাংলা বই:

১. আলম, মোহাম্মদ শামসুল, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনঃ জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।
২. আহমদ, আবুয যোহা নূর, মুসলিম জগতের মহীয়সী নারী, ঢাকা, মোহাম্মদ ফারুক হোসেন ও মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৬।
৩. আহমদ, ওয়াকিল, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা- চেতনার ধারা, (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।
৪. ইসলাম, মস্তফা নূরুল, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত ১৯০১-১৯৩০, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।
৫. উদ্দিন, মজির, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, , ঢাকা, দিদার পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৪।
৬. ওদুদ, কাজী আবদুল, বাংলার জাগরণ, কোলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩।
৭. খুরশিদ, গোলাম, রাসসুন্দরী থেকে রকেয়াঃ নারী প্রগতির একশো বছর, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬।
৮. দেবী, কৈলাস বাসিনী, হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা, কোলকাতা গুপ্তপ্রেস, ১৮৬৩।
৯. দাশগুপ্ত, কমলা, স্বাধীনতা- সংগ্রামে বাংলার নারী, কোলকাতা, বসুধারা প্রকাশনী, ১৩৭০।
১০. বেগম, মালেকা, নারীমুক্তি আন্দোলন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

বেগম রোকেয়া রচিত গ্রন্থাবলী

১. মতিচূর, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশক, কোলকাতা, গুরুদাস ..... এন্ড সন্স, ১৩১২। ও পুনমুদ্রন, কোলকাতা, গুরুদাস..... কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৪।
২. Sultana's Dream, Kolkata, Cotton Press, 1908.
৩. মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ড, কোলকাতা, গ্রন্থাকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২৮।
৪. পদ্মরাগ, কোলকাতা, গ্রন্থাকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৬।
৫. অবরোধবাসিনী, কোলকাতা, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ১৯২৮।